চীন ও পাকিস্তানকে দমাতে এবার সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা চুক্তি ভারতের

ভারত ক্রমশ তাদের সামরিক বরাদ্দ বাড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশকে পিছনে ফেলে সামরিক খরচে এগিয়ে যাচ্ছে দেশটি। এবার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক ৮৩টি তেজস যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় বিমানবাহিনী।

নতুন যুদ্ধবিমান গুলো কেনার সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা চুক্তি প্রস্তাবে বুধবার সম্মতি জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্যাবিনেট কমিটি। সীমান্তে আগ্রাসী চীন ও পাকিস্তানকে নজরে রাখতে বিমান বাহিনীর তেজস যুদ্ধবিমান অত্যন্ত কার্যকরী হবে বলে জানা গেছে।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিকস লিমিটেডের বা হ্যাল কাছ থেকে তেজস যুদ্ধবিমান কিনতে চলেছে ভারতের বিমান বাহিনী। এ জন্য মোট ৪৮ হাজার কোটি রুপি চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। দেশীয় বাজারে এটাই সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা চুক্তি।

এই চুক্তির জন্য প্রথমিকভবে ৫৬ হাজার ৫০০ কোটি রুপি দাবি করেছিল হ্যাল। প্রায় এক বছর ধরে বিমান বাহিনীর সঙ্গে হ্যাল কর্তৃপক্ষের দরকষাকষির পর রফা হয় ৪৮ হাজার কোটিতে।

যুক্তরাজ্যে করোনার ভয়াবহ তাণ্ডব, একদিনে মৃত্যুর সর্বোচ্চ রেকর্ড

যুক্তরাজ্যে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ২৪ ঘণ্টায় (বুধবার) দেশটিতে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৫৬৪

জনের মৃত্যু হয়েছে।

গত বছরের মার্চে করোনাভাইরাস মহামারী শুরুর পর এই প্রথম দেশটিতে একদিনে দেড় হাজার মৃত্যু অতিক্রম করল। যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। খবর আল-জাজিরার।

এই নিয়ে দেশটিতে করোনাভাইরাসে মোট মৃত্যু দাঁড়াল ৮৪ হাজার ৭৬৭ জনে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ৪৭ হাজার ৫২৫ জন। এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২ লাখ ১১ হাজার ৫৭৬ জনে।

ভুলে ভরা বিনামূল্যের বই, বিতর্কিত করা হচ্ছে আওয়ামী লীগকে

বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন বই বিতরণ শুরু করেছে সরকার। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) এসব বইয়ের বেশিরভাগেই দেশের সংবিধান, ভোটাভুটির ফল আর উৎসব নিয়ে ‘খটরমটর’ সব তথ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন বর্ষের বই নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সপ্তাহব্যাপী অনুসন্ধানে এসব বিষয় উঠে এসেছে। এসব বই প্রতিবেদকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভুলে ভরা এসব বই দিয়েই শিক্ষার্থীরা নতুন বছরে পড়াশোনা শুরু করেছে। নতুন বইয়ে এমন তথ্যে বিব্রত শিক্ষক, শিক্ষাবিদসহ সচেতন মানুষ।

তথ্যমতে, নবম-দশম শ্রেণির পৌরনীতি ও নাগরিকতা বইয়ের ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন’ অধ্যায়ে ৭৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- ‘একটি দল নির্বাচিত হয়ে সঠিকভাবে জনগণের জন্য কাজ না করলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ সাধারণত সেই দলকে আর নির্বাচিত করে না। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের এটি যেমন সত্যি তেমনিভাবে অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রেও সত্যি। তেমনি, বাংলাদেশে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগের

‘সুকুমার রায় ১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।’ অথচ নবম-দশম শ্রেণির ‘ছায়াবাজি’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে- এ লেখকের মৃত্যু হয় ১৯২৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। এনসিটিবি প্রণীত একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন তথ্যে বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকরাও।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা পাঠ্যবইয়ের এসব ভুল সম্পর্কে প্রতিবেদককে বলেন, বইগুলো ২০১৩ সালে প্রণয়ন করা হয়েছে। ভুল হয়ে থাকলে এসব বইয়ের লেখক, সম্পাদনা পরিষদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বসব আমরা। লেখকরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে এসব লিখেছেন সে ব্যাপারে বাখ্যা চাওয়া হবে। যাচাই করে ভুল পাওয়া গেলে অবশ্যই সংশোধন করা হবে।

নুসরাত হত্যা: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির কারামুক্তি চেয়ে আওয়ামী লীগের দোয়া!

ফেনীর সোনাগাজীতে আলোচিত মাদরাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি রুহুল আমিনের কারামুক্তি, সুস্থতা কামনা করে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। পৌর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ব্যানারে গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ আয়োজন করা হয়। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে রুহুল আমিনের একটি ছবিও টাঙানো হয়।

সোনাগাজী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল জানান, এই কর্মসূচির সম্পর্কে তিনি এবং দলের সাধারণ সম্পাদক এই কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত না।

বিকেল সাড়ে ৪টায় পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে

উপস্থিত ছিলেন সোনাগাজী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সাখাওয়াতুল হক বিটু, মতিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রবিউজ্জামান বাবু, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম ভূট্টো, মঙ্গলকান্দি ইউপি চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন বাদল, জেলা পরিষদের সদস্য নাছির উদ্দিন আরিফ ভূঁইয়া, চরচান্দিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম মানিক, বগাদানা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলা উদ্দিন বাবুল, আমিরাবাদ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আরু মেম্বার, ইউপি সদস্য গেদু মিয়া ভূঁইয়া, দীন মোহাম্মদ, মতিগঞ্জ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন টিপু ও পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেনসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মী অংশ নেন।

২০১৯ সালে ২৪ অক্টোবর নুসরাত জাহান রাফিকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে হত্যা ঘটনায় মামলার প্রধান আসামি অধ্যক্ষ সিরাজ-উদ দৌলা ও আওয়ামী লীগ নেতা রুহুল আমিনসহ ১৬ জনের ফাঁসির আদেশ দেন ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. মামুনুর রশিদ। এ হত্যা মামলাটি হাইকোর্টের আপিল বিভাগে ডেথ রেফারেন্স শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে। সূত্র: কালের কণ্ঠ

গাংনীতে হামলায় গুরুতর জখম ওয়ার্ড আ. লীগ’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

গাংনী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ানের (৬০) উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার সামনে এ ঘটনা ঘটে।

হামলায় গুরুতর আহত দেওয়ান খোকনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজন বলে জানান চিকিৎসকরা।
আব্দুল খালেক খোকন দেওয়ান গাংনী ভিটাপাড়ার মৃত রমজান আলী

দেওয়ানের ছেলে।

গাংনী হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, দেওয়ান খোকনের মাথায় গুরুতর আঘাতের জেরে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাথার ভেতরেও রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহতের ছেলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম-আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান জানান, গাংনী সিদ্দিকীয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর পাশে ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলীর নির্বাচনী ক্যাস্পে কয়েকজন বসে ছিলেন।

সেখানে নৌকার বিরুদ্ধে তারা কটাক্ষ করছিল। এর প্রতিবাদ জানান আমার পিতা। এতে শুরু হয় বাকবিতণ্ডা। এক পর্যায়ে কাউন্সিলর প্রার্থী মকছেদ আলী ও তার কর্মী মানজেত আলী, মুকুল হোসেন ও জাম্বু মিয়া লোহার রড এবং লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ করে। মাথায় গুরুতর আঘাতে রক্তাত্ব জখম অবস্থায় তিনি মাটিতে পড়ে গেলে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন।

এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানান আব্দুস সোবহান।

হামলার খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গাংনী হাসপাতালে রোগীর খোঁজ নেয়। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান।

এদিকে দেওয়ান খোকনের শারীরিক খোঁজ নিতে গাংনী হাসপাতালে ছুটে যান জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলী, পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি ছানোয়ার হোসেন বাবলু ও সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ নেতৃবৃন্দ।

এ বিষয়ে জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক সাংবাদিকদের বলেন, মারধরের শিকার হয়েছেন এবং তার মাথা ফাটানো হয়েছে এটা সত্যি। তবে কি বিষয় নিয়ে এ ঘটনা তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

৬ শ্রমিক নিহত, আহত ৪

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে ট্রাক ও ইঞ্জিন চালিত করিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৬ ঢালাই শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে। এ সময় আরো ৪ শ্রমিক গুরুতর আহত হয় বলে জানা যায়। এরা সবাই ঢালাই শ্রমিক।

ঘটনাটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার মদনডাঙ্গার শ্রীরামপুর নামক স্থানে ঘটে। পুলিশ ঘটননাস্থল থেকে ৬ জনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মরদেহ উদ্ধার করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেছেন। নিহতদের পরিচয় না জানা গেলেও তাদে বাড়ি ঝিনাইদহ সদর ও হড়িণাকুণ্ডু উপজেলাতে।

শ্রীরামপুর গ্রমের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য জাবেদ আহম্মেদ জানান, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে কুষ্টিয়া জেলার ইবি থানার হাতিয়া আব্দালপুর গ্রাম থেকে নির্মাণাধীন ঘরের ঢালাই কাজ শেষে করিমনে ঢালাই মেশিনসহ বাড়ি ফিরছিলেন তারা। শৈলকুপার কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের মদনডাঙ্গা এলাকার শ্রীরামপুর নামক স্থানে পৌঁছালে কুষ্টিয়াগামী সেনাকল্যাণ সংস্থার সিমেন্ট বোঝায় একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঝিনাইদহগামী শ্রমিক বোঝায় করিমনকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই ৬ শ্রমিক ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়।

এদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। আহত হয় আরো ৪ শ্রমিক। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন পুলিশ। নিহতদের পরিচয় না পাওয়া গেলেও আহতরা হলো হড়িণাকুণ্ডুু উপজেলার শাখারিদাহর মেহেদি(৩২), সদর উপজেলার কলামন খালির রাব্বি(৩০), রিপন, কাষ্টশাখরার রিপন(৩৫)।

শৈলকুপার রামচন্দ্রপুর পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ এসআই শামীম আহম্মেদ জানান, ঝিনাইদহ- কুষ্টিয়া মহাসড়কে সেনাকল্যাণ সংস্থার একটি ট্রাক ও শ্রমিক বোঝায় করিমন মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে ৬ শ্রমিক নিহত ও ৪ শ্রমিক আহত হয়। নিহতদের সবার দেহ ছিন্ন বিচ্ছন্ন ছিল। তাদের উদ্ধা করে ঝিনাইদহ মর্গে ও আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কুষ্টিয়ায় ৮টি অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেওয়াসহ ৫ লাখ টাকা জরিমানা

পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ইট তৈরি করার অপরাধে কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার ৮টি ভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। একই সাথে জ্বালানি খড়ি দিয়ে ইটভাটা পরিচালনার দায়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দুই ইটভাটা মালিককে ৫ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপজেলার শিলাইদহ ও যদুবয়রা ইউনিয়নে আটটি ভাটা ধ্বংস করা হয়েছে। খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী হাকিম মাসরুবা ফেরদৌসের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি জানান, নিয়মনীতি না মেনে অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা করায় এবং ইটভাটার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় উপজেলার শিলাইদহের কল্যাণপুরের মিরাজ শেখের মালিকানাধীন মেসার্স ভাই ভাই ব্রিকস, যদুবয়রা ইউনিয়নের আরিফুল ইসলামের মেসার্স এসআরবি ব্রিকস, ফারুখ হোসেনের মেসার্স টিজেবি ব্রিকস, আল মামুনের মেসার্স সাগর ব্রিকস, আমিরুল ইসলামের মেসার্স একেবি ব্রিকস, আনোয়ার হোসেনের মেসার্স মহুয়া ব্রিকস, মো. করিম শেখের সৈনিক ব্রিকস ও সামছুলের মেসার্স নিয়াত ব্রিকস ধ্বংস করা হয়। অবৈধ ইটভাটা বন্ধে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, খুলনা পরিবেশ অধিদপ্তর ও কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক সকালে অভিযান শুরু হয়ে সন্ধ্যায় শেষ হয়। অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা করায় আটটি ইটভাটার আগুন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা নিভিয়ে দেন। পরে ড্রেজার দিয়ে ভাটার স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ও কল্যাণপুরের ভাটার কাঁচা ইট ধ্বংস করে দেয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান, সহকারী পরিচালক কমল কুমার

বর্মণসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। অভিযানে সহায়তা করেন র্যাব, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

এর আগে সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঝাউদিয়া এলাকার মেসার্স ডাবলু ব্রিকস কে ৪ লাখ টাকা ও বিত্তিপাড়া মেসার্স হাকিম ব্রিকসকে ১ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিফাত উদ্দিন। এসময় পরিবেশ অধিদপ্তর কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলায় মোট ইটভাটার সংখ্যা ১৯১টি। এর মধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিয়ে অনুমোদন নিয়ে মাত্র ৫০টি ইট ভাটা চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ১৪১ভাটার মধ্যে শতাধিক ইটভাটা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এতে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরসূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া জেলায় ১৯১টি ইট ভাটা রয়েছে। এর মধ্যে জিগজ্যাক ইটভাটা ৬২টি, ড্রাম চিমনি ইটভাটা ৩০টি ও ১২০ ফুট ফিক্সড চিমনি ইটভাটা ৯৯টি।

জীবননগরে মালচিং পদ্ধতিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে সাফল্য

জীবননগর উপজেলার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মালটিং পদ্ধতিতে ১২ মাসি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে যাদুকারী সাফল্য পেয়েছেন বৈদ্যনাথপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে ইরান প্রবাসী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টুমিয়া। বাণিজ্যিক ভাবে লাভ জনক হওয়ায় ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে আগ্রহী হয়েছে অনেকে।

জীবননগর উপজেলার মাটি সব ফসলের জন্য উপযোগী হওয়ায় একজন শিক্ষিত উদ্দোমী তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ

করে সফল হয়েছেন। উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা ছাড়ায় নিজের পরিশ্রম আর ইউটিউব দেখে শুরু করেন ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ। শুরুটা এলাকার মানুষের কাছে হাস্যকর হলেও গাছে ফল ধরা দেখে মানুষ হতবাক হয়ে পড়েছেন। কৃষি বিভাগ থেকে সহযোগিতা পেলে আর ও বেশি পরিসরে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এলাকার বেকার যুবকদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হত বলে মনে করেন এই তরুন উদ্যোক্তা।

প্রতিটি ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ ২০০গ্রাম থেকে ২৫০গ্রাম ওজন হয়ে থাকে, যার বাজার মূল্যে কেজি প্রতি ১২০টাকা থেকে ১৪০টাকা। যদিও এটি একটি বিদেশী খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপরও বাংলাদেশে এর চাহিদাটাও কম নয়।

জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর উপজেলায় এবার প্রথম ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই কৃষকরা এ চাষে ঝুকে পড়েছেন। চারা লাগানোর পর নীবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করে এ উপজেলায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া। তরুণ উদ্যোক্তা লাল্টু মিয়া বলেন, দীর্ঘ সময় ইরানে ছিলাম, সেখানে ক্যাপসিক্যাম্প চাষ দেখেছি সেখান থেকে এ চাষের উপর আমার নেশা।

এর পর ইরান থেকে এর বীজ সংগ্রহ করে দেশে এসে বাবার নিকট থেকে ১০কাটা জমি নিয়ে এ চাষটা শুরু করি। প্রথম দিকে এ চাষের কথা বললে এলাকার মানুষ একটু হাসতো।

আর বলতো বিদেশ থেকে এসে কি চাষ করছে। আমি কারও কথায় কোন কর্ণপাত না করে চাষটি শুরু করি। চাষটি যদিও আমাদের এলাকাতে প্রথম যার ফলে এ চাষ সম্বন্ধে তেমন কেউ পরামর্শ দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আমি ইউটিউব এর সহযোগিতায় আমি এ চাষটি করি। বর্তমানে আমি ২বিঘা জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করেছি এতে আমার খরচ হয়েছে বিঘা প্রতি ৮ থেকে ১০হাজার টাকা আর আমি গত গয়েক দিন আগে ২৮হাজার টাকার ফল বিক্রি করেছি এবং এখনও গাছে প্রায় ৫০ থেকে ৬০হাজার টাকার ফল রয়েছে। তবে এটা ১২মাসের ফসল হওয়ায় এ চাষে অল্প খরচে লাভবান হওয়া যায়।

জীবননগর উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শিমুল আহম্মেদ জানান, জীবননগর উপজেলায় ১ হেক্টর জমিতে ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ হচ্ছে এবং তরুণ চাষী লাল্টু মিয়া একজন সৎ ও সচেতন চাষী। সে রাসায়নিক মুক্তভাবে জৈব সার এবং জৈব বালাই নাশক ব্যবহার করে

ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষ করছেন।

কৃষি বিভাগ তার সব ধরনের সহযোগিতা দিচ্ছে যা আগামীতে অব্যহত থাকবে। কৃষকদের ক্যাপসিক্যাম্প মরিচ চাষে উৎসাহিত করা হলে আমদানী নির্ভরতা কমার ফলে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা ।